ইউটিউব দেখে চায়না কমলা চাষে বাজিমাত রাজা মিয়ার

ইউটিউব দেখে শখের বসে চায়না কমলার বাগান করে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা নাস্তিপুর গ্রামের উদ্যেক্তা রাজা মিয়া। থোকায় থোকায় চায়না কমলার ফলনে হাসি ফুটেছে রাজা মিয়ার মুখে।

উদ্যেক্তা রাজা মিয়া বলেন, আমার ১ বিঘা জমিতে ১০০ টি চায়না কমলার চারা রোপণ করেছিলাম । এখন বাগানের বয়স ৫ বছর। রোপণের প্রথম বছরে অল্প কিছু ফল আসে । দ্বিতীয় বছরে প্রথম বারের থেকে একটু ফলন বেশি হলেও তৃতীয় বছরে পরিপূর্ণ ভাবে চায়না কমলার গাছে ফল আসা শুরু হয়।

বিঘা প্রতি খরচের বিষয়ে জানতে চাইলে রাজা মিয়া বলেন, প্রথমে খরচ একটু বেশি হয়েছে কারন জমির চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিতে হয়েছে, চারা কেনা , জমি চাষ ও অন্যন্য খরচ দিয়ে আমার প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা মতো খরচ হয়েছিল। চায়না কমলা চাষ করেছি কারণ চায়না কমলার রোগ বালাই কম, কয়েকটি রোগ দেখা গেলেও ঔষধ এর মাধ্যমে তা সমাধান করা যায়। আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে এটি মানিয়ে নিয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে ।

পরিচর্যার বিষয়ে তিনি বলেন, চায়না কমলার একটু দেখাশোনা করলেই অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। তবে খেয়াল রাখতে হবে জমিতে পানি না জমে। কারণ গাছের গোড়ায় পানি জমলে গাছ মারা যেতে পারে এবং গাছে ফল থাকলে ঝরে যেতে পারে। জমির আগাছা সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে, সেই সাথে জৈব সার দিতে হবে। কথায় আছে”যত্ন নিলে রত্ন মিলে” সুতরাং একটু যত্ন নিলে চায়না কমলার ফলন বেশি পাওয়া যাবে।

উদ্যেক্তা রাজা মিয়া আরও বলেন চায়না কমলার বাগান নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি কারণ, শুরুতে ইউটিউব ও শখের বসে চয়না কমলার বাগান শুরু করে আল্লাহর রহমতে আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। নিজের বাগানের গাছে থোকায় থোকায় চায়না কমলা দেখে আনন্দে মন ভরে যায়।

সবুজ পাতার ফাঁকে চাইনা কমলা লেবু, চঞ্চলের স্বপ্নের বুনন

বাগানে সবুজ পাতার ফাঁকে থোকায় থোকায় ঝুলে থাকা রসে ভরপুর চাইনা কমলা লেবু চঞ্চলের স্বপ্নের বুনন। রাস্তার ধারে চঞ্চল হোসেনের সারি সারি চায়না কমলার গাছে সবুজ পাতার মাঝে উঁকি দিচ্ছে হলুদের আভা। এখন এই হলুদ আঁভার মাঝেই চঞ্চল হোসেনের স্বপ্নের আভাস।

ফেইসবুক ও ইউটিউব দেখে তিন বছর আগে চায়না কমলা লেবুর চাষ শুরু করেন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব কুঠিপাড়া এলাকার কলেজ ছাত্র চঞ্চল হোসেন। এলাকার অনেকেই চঞ্চল হোসেনের চাইনা কমলা লেবুর বাগান দেখে তারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন আধুনীক এই চাইনা কমলা লেবুর চাষ করার জন্য।

গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের রাইসমিলপাড়া-সাহারবাটি রাস্তার মাঠে গিয়ে চোখে পড়ে এ দৃশ্য। দৃষ্টি কাড়া এই হলুদ বর্ণের ফলের উঁকি এলাকার অনেক মানুষকেই আকৃষ্ট করছে।

গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের রাইসমিল ও সাহারবাটি মাঠে গেলে দেখা মিলবে এ দৃশ্যের। ফলের ভারে নুয়ে পড়ার মতো অবস্থা প্রতিটি গাছের। যা দেখতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন উৎসুক মানুষ। বাগান দেখে মুগ্ধতার কথা জানান তারা।

৩ বছর আগে ফেইসবুকে কমলা লেবুর চাষ দেখে নিজের ১ বিঘা জমিতে এক শ চারা রোপন করেন চঞ্চল হোসেন।নিয়মিত, সঠিক পরিচর্যা ও পরিমিত সারের ব্যবহার করে প্রথম বছরেই গাছে গাছে আসে থোকায় থোকায় ফল। কি পরিমান ফল এসেছে এখনও আন্দাজ করতে পারেনি কৃষক চঞ্চল। চঞ্চল হোসেন বলেন, ফলন ভাল হয়েছে। তবে দামটা কি হবে এবং বাজার কোথায় পাবো সে চিন্তাও আসছে ঘুরে ফিরে।

সাহারবাটি থেকে কমলার বাগান দেখতে আসা রাসেল হোসেন বলেন, রাস্তার পাশে এই লেবুর বাগানে থোকা থোকায় লেবু সত্যিই ভাল লাগে। আমি এই বাগান দেখে নিজেও উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমি নিজেও এক বিঘা জমিতে লেবুর চাষ করবো। তিনি বলেন, এই বাগানটা দেখতেও খুব সুন্দর।